আত্মশুদ্ধি - ২৮

'ধারণা' সংক্রান্ত কিছু মূলনীতি

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

আত্মশুদ্ধি - ২৮

ধারণা সংক্রান্ত কিছু নীতি ও বিধান

মাওলানা সালেহ মাহমুদ হাফিজাহুল্লাহ

সূচিপত্র

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন, ওয়াস্-সালাতু ওয়াস্-সালামু আলা সাইয়্যেদিল আম্বিয়া-ই ওয়াল-মুরসালিন, ওয়া আলা আলিহী, ওয়া আসহাবিহী, ওয়ামান তাবিয়াহুম বি ইহসানিন ইলা ইয়াওমিদ্দীন, মিনাল উলামা ওয়াল মুজাহিদীন, ওয়া আম্মাতিল মুসলিমীন, আমীন ইয়া রাব্বাল আ'লামীন।

আম্মা বা'দ।

মুহতারাম ভাইয়েরা! আমরা সকলেই দুরূদ শরীফ পড়ে নিই-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ،كما صَلَّيْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰي آلِ إبراهيم، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلٰى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

বেশ কিছুদিন পর আজকে আবারো আমরা তাযকিয়া মজলিসে হাজির হতে পেরেছি, এই জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করি- আলহামদুলিল্লাহ।

মুহতারাম ভাইয়েরা! আজকের আলোচনা বিষয় হচ্ছে : **ظن তথা ধারণা সংক্রান্ত কিছু নীতি ও বিধান।**

এ প্রসঙ্গে প্রথমে কুরআনুল কারীম থেকে একটি আয়াত আপনাদের সামনে পেশ করছি। তা হলো,

ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ

অর্থ: "হে ঈমানদারগণ! বেঁচে থাক বহু ধারণা থেকে। নিশ্চয়ই কিছু ধারণা গুনাহ। আর (একে অন্যের পিছনে) অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়ো না। আর একে অন্যের গীবত

করো না। তোমাদের কেউই কি পছন্দ করবে, নিজ মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে? নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তা অপছন্দের। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু”। [সুরা হুজুরাত ৪৯:১২]

উপরের আয়াতটি সূরা হুজুরাতের একটি প্রসিদ্ধ আয়াত। এ আয়াতে মূলত **ظن** তথা ধারণা থেকে বেঁচে থাকার আদেশ করা হয়েছে।

ধারণার প্রকারভেদ

আমরা জানি যে, ধারণা দুই রকমের হয়ে থাকে। যথা:

এক. প্রমাণভিত্তিক ধারণা।

দুই. প্রমাণ-বিহীন ধারণা।

বিভিন্ন কারণে মানুষের মনে ধারণা জাগে। সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় থেকেও ধারণার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া অজ্ঞতার কারণেও ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়। যা ‘কারণ’ নয় তাকে ‘কারণ’ মনে করার ফলে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়।

দু’একটি উদাহরণ দেখি আমরা।

সূরা হজ্বে আল্লাহ তা’আলা একশ্রেণীর লোকের কথা বলেছেন, ইরশাদ হচ্ছে;

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ

অর্থ: “আর কোনো কোনো মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে কিনারায় দাঁড়িয়ে, অতঃপর তার যদি কোনো (পার্থিব) স্বার্থ লাভ হয় তবে সে এর দ্বারা আশ্বস্ত হয়। আর যদি কোনো (পরীক্ষাগত) বিপদ আসে তবে সে উর্ধ্ব মুখে ফিরে যায়। সে দুনিয়া ও আখিরাত দুইটাই হারায়। এ-ই তো স্পষ্ট ক্ষতি”। [সূরা হজ্ব ২২:১১]

এ আয়াতের প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, “কিছু লোক এমন ছিল যারা মদিনায় আসার পর কিছু পার্থিব প্রাপ্তি যোগ হলে, যেমন- স্ত্রীর পুত্র সন্তান হলে বা ঘোড়া শাবক প্রসব করলে, বলত- **هذا دين صالح** ‘এই ধর্ম ভালো’! আর এমন কিছু না হলে বলত- **هذا دين سوء** ‘এই ধর্ম ভালো না’!

(এ জাতীয় লোকের কথা এ আয়াতে বলা হয়েছে)”। [সহীহ বুখারী, হাদিস ৪৭৪২]

তো এই যে ধারণা, ধর্ম-বিচারের এই যে মানদণ্ড এ তো চূড়ান্ত অজ্ঞতা। দ্বীন বা আদর্শের সত্যাসত্যের মানদণ্ড কি গ্রহণকারীর মনোবাসনা পূরণ হওয়া বা না-হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত? দ্বীন বা আদর্শের মানদণ্ড তো তার শিক্ষার যথার্থতা। অর্থাৎ, সহীহ ইলম ও যোগ্যতা দিয়েই ধর্মের সত্যতা নির্ণয় করা সম্ভব।

ইসলাম তো তার অনুসারীদের এ প্রতিশ্রুতি দেয়নি যে, ইসলাম গ্রহণ করলে তোমার সব ইচ্ছা পূরণ হয়ে যাবে, পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার হবে, দুনিয়াতে যা চাইবে তা-ই পাবে! বরং ইসলাম মানুষকে প্রতিশ্রুতি দেয় আখিরাতের নাজাতের আর দুনিয়াতে ঈমান-ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুলের স্তর অনুপাতে মানসিক শান্তি ও প্রশান্তির, খাইর ও বরকতের। তাহলে মনের কোনো একটি ইচ্ছা পূরণ না হলেই এ ধারণা করা যে, ‘এ দ্বীন সত্য নয়’ (নাউযুবিল্লাহ) এটা তো এক ভিত্তিহীন ও অবান্তর ধারণা। এ জাতীয় ভিত্তিহীন-অপ্রাসঙ্গিক ধারণা এ যুগের কোনো কোনো মুসলমানের মধ্যেও দেখা যায়। অনেককে এ ধরনের ঘটনা বলতে শোনা যায় যে, ‘অমুকের বড় সমস্যা ছিল, অমুকের ছেলে খুব অসুস্থ ছিল, অনেক চেষ্টা-তদবির, অনেক ডাক্তার-কবিরাজ দ্বারাও সমাধান হল না। এরপর অমুক (ভণ্ড) ফকীরের কাছে যাওয়ার পর ছেলে সুস্থ হয়েছে, সমস্যার সমাধান হয়েছে! সুতরাং ঐ লোক সহীহ লোক! ইত্যাদি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ সকল ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষ সাক্ষী পাওয়া যায় না। শুধু বলে, অমুকে বলেছে। অমুকের কাছে শুনেছি। আর কোনো সময় যদি ঘটনাচক্রে সুস্থতা বা সমাধান হয়েও যায়, তাহলে তো বুঝা দরকার যে, তা আল্লাহর ফয়সালায় হয়েছে। এর মাধ্যমে কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত তাদের ভণ্ডামিগুলো সহীহ হয়ে যায় কীভাবে? কিন্তু অনেক মানুষ অজ্ঞতার কারণে এবং ঈমানী দুর্বলতার কারণে সুস্থতা ও সমাধানকে ঐ ভণ্ডের বা ভণ্ডামির অবদান মনে করে। এটা ভুল ধারণা, ভিত্তিহীন ধারণা।

তাহলে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বিষয় থেকেও মানুষের মনে ধারণার সৃষ্টি হয়। তো কুরআন মজিদের ইরশাদ- ‘বেঁচে থাক বহু ধারণা থেকে।’ সেই ‘বহু ধারণা’ কী - তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি; অনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছে, ‘বহু ধারণা’ থেকে বেঁচে থাক। অর্থাৎ, ধারণার ক্ষেত্রে সতর্ক হও। বহু ধারণা আছে যা বর্জনীয়। সুতরাং মনে

যা-ই আসে তা-ই বাস্তব মনে করা যাবে না। ভিত্তিহীন ধারণা, অপ্রাসঙ্গিক ধারণা মনে আসা মাত্রই বাতিল করে দিতে হবে। মনে স্থান না পেলে তা ক্ষতি করতে পারবে না এবং গুনাহও হবে না। কিন্তু মনে স্থান পেলে তা মুখেও আসতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সাথে অন্যায় আচরণও হয়ে যেতে পারে। আর কে না জানে যে, গীবত ও মিথ্যা অপবাদ গুনাহ। কারো সাথে অন্যায় আচরণ করা এটাও তো গুনাহের কাজ।

সুফিয়ান ছাওরী রাহ. (১৬১ হি.) থেকে বর্ণিত আছে,

الظن ظنان : ظن اثم وظن ليس باثم. فأما الذي هو اثم فالذي يظن ظنا ويتكلم به، والذي ليس باثم فالذي يظن ولا يتكلم به، والظن في كثير من الأمور مذموم.

অর্থাৎ, "ধারণা দুই প্রকার : ক) যা গুনাহ; খ) যা গুনাহ নয়। গুনাহ হচ্ছে ধারণা করা এবং অন্যকে বলা। আর যা গুনাহ নয় তা হচ্ছে ধারণা করল কিন্তু অন্যকে বলা থেকে বিরত থাকল। আর বহু বিষয়ে ধারণা নিন্দিত"। [**مجموعة من التفاسير** 52/6]

সহীহ বুখারীর হাদিসে আছে, হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

ان الله تجاوز لأمتي عما وسوست أو حدثت به انفسها ما لم تعمل به او تكلم

অর্থাৎ, "আমার উম্মতের মনে যে সকল কথা আসে আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন যে পর্যন্ত না (সে অনুযায়ী) কোনো কাজ করে বা মুখে উচ্চারণ করে"। [সহীহ বুখারী, হাদিস ৬৬৬৪]

এরপর উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে- **ان بعض الظن اثم** অর্থাৎ : নিশ্চয়ই কিছু ধারণা গুনাহ। শরীয়ত যে ধারণাকে গুনাহ বলেছে তারও অনেক প্রকার আছে। যেমন-

এক. আল্লাহ তাআলার সম্বন্ধে অসমীচীন ধারণা পোষণ করা

আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ করতে হবে। তাঁর সম্বন্ধে কু-ধারণা পোষণ করা হারাম। যেমন কেউ আল্লাহ তা'আলার সম্বন্ধে এ ধারণা পোষণ করল যে, তিনি আমাকে মাফ করবেন না। (নাউযুবিল্লাহ) এটা আল্লাহ পাকের মহত্ত্ব ও ক্ষমাশীলতার বিষয়ে কু-ধারণা। এ বিষয়ে আমাদের পূর্বসূরি সালাফের মানসিকতা লক্ষ্য করুন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল মুবারক রাহ. বলেন,

"আমি আরাফার অপরাহ্নে সুফিয়ানের কাছে এলাম। তিনি দুই হাঁটুর উপর দাঁড়িয়ে অঝোর ধারায় কাঁদছিলেন। আমিও তাঁর সাথে কাঁদতে লাগলাম। তিনি তখন আমার দিকে ফিরে বললেন- **ما شأنك** তোমার কী হয়েছে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম- **من اسوء هذا الجمع حالا** এ সমাবেশে কার হালত সবচেয়ে শোচনীয়? তিনি বললেন- **الذي يظن أن الله عزوجل لا يغفر لهم** যে মনে করে যে, আল্লাহ এদের মাফ করবেন না"। [হুসনুয যন্নি বিল্লাহ, ইবনে আবিদ দুনয়া ১ : ৯২ (৭৮)]

আল্লাহ তা'আলা সম্পর্কে সু-ধারণা রাখা তো ঈমানের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

এক বিখ্যাত হাদিসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন,

أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً، وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة(متفق عليه)

অর্থ: "আমার প্রতি বান্দার যে ধারণা আমি সে ধারণার কাছে থাকি। যদি সে আমাকে স্মরণ করে আপন মনে, আমিও তাকে স্মরণ করি আপন মনে। আর যদি সে আমাকে স্মরণ করে কোনো মজলিসে, আমি তাকে স্মরণ করি তার চেয়ে উত্তম মজলিসে। সে যদি আমার দিকে এক বিঘৎ আসে, আমি তার দিক এক হাত যাই। সে যদি এক হাত আসে, আমি তার দিকে চার হাত যাই। সে যদি আমার দিকে

হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়ে যাই"। [সহীহ বুখারী, হাদিস ৭৪০৫ ; সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৬৭৫]

সহীহ মুসলিমে হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকালের তিন দিন আগে ইরশাদ করেছেন,

لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله (رواه مسلم)

অর্থ: "তোমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু যেন এ অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহর প্রতি সু-ধারণা পোষণ করেছে"। [সহীহ মুসলিম, হাদিস ২৭৮৮]

মুসনাদে আহমাদ ও অন্যান্য হাদিসের কিতাবে... আবুল আসওয়াদ আল জুরাশী-এর মৃত্যুশয্যার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী ওয়াছিলা ইবনুল আসকা রা. তাকে দেখতে গেলেন। আবুল আসওয়াদ তাঁর ডান হাতখানি নিয়ে নিজ চোখে মুখে ফেরাতে লাগলেন। কারণ এ হাত দিয়ে হযরত ওয়াছিলা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত হয়েছিলেন। ওয়াছিলা রা. বললেন, 'আমি আপনাকে শুধু একটি প্রশ্ন করব।' আবুল আসওয়াদ বললেন, 'কী প্রশ্ন?' ওয়াছিলা রা. বললেন, 'আপনার রবের প্রতি আপনার ধারণা কী?' তিনি মাথা নেড়ে ইশারায় বললেন, 'সু-ধারণা'। ওয়াছিলা রা. বললেন, ''সুসংবাদ গ্রহণ করুন। আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি আমার বান্দার ধারণার কাছে থাকি। সুতরাং সে আমার সম্পর্কে যেমন ইচ্ছা ধারণা রাখুক"। [মুসনাদে আহমদ, হাদিস ১৬০১৬ ; শুআবুল ঈমান, বায়হাকী, হাদিস ৯৭৫]

এই জন্য সর্ব হালতে আমরা আল্লাহর প্রতি সু-ধারণাই রাখব ইনশা আল্লাহ।

দুই. আল্লাহ পাক যেসব বিধি-বিধান দান করেছেন সে সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ করাও গুনাহ

ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে এ দৃঢ় বিশ্বাস রাখতে হবে যে, এর প্রত্যেকটিই আমাদের জন্য কল্যাণকর। এই বিধি-বিধানের অনুসরণের মধ্যেই আছে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ। জ্ঞান ও অধ্যয়নের স্বল্পতা বা চিন্তা-ভাবনার

অগভীরতার কারণে বিশেষ কোনো বিধানের সুফল ও সৌন্দর্য হয়তো আমি পুরোপুরি বুঝতে পারছি না কিন্তু এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব বিধান আমাদের দান করেছেন তা সবই আমাদের কল্যাণের জন্য। অনেক কিছু এমন আছে যা আমার কাছে পছন্দনীয় কিন্তু তাতে কল্যাণ নেই। আবার অনেক কিছু এমন আছে যা আমার কাছে অপছন্দনীয় কিন্তু তাতে কল্যাণ আছে। এ বিষয়টিই আল্লাহ তা'আলা জিহাদের বিধান বর্ণনা করার ক্ষেত্রে বলেছেন।

ইরশাদ হয়েছে,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ

অর্থ: "তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো-বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না"। **[**সুরা বাকারা ২:২১৬**]**

মোটকথা, আমাদেরকে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সকল বিধান দিয়েছেন তা আমাদের দুনিয়া-আখিরাতের শান্তি ও সফলতার জন্যই দিয়েছেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে এই সু-ধারণা রাখা ফরয।

আমাদের কত দুর্ভাগ্য দেখুন, মুসলিম সমাজে জন্মগ্রহণ করেও আজকাল অনেকের এই আকীদা ঠিক নেই। বর্তমানে অনেকের মনের ধারণা এমন যে, তারা বলে ইসলামী শরীয়তের বিধান এখন চলবে না, পর্দার বিধান চলবে না! সুদের বিধান চলবে না! জিহাদের বিধান চলবে না! এগুলো পশ্চাৎপদ বিধান! যুগ-সময় এখন অনেক 'এগিয়ে' গেছে। এই যুগে এই সময়ে ঐ সকল বিধান অচল! (নাউযুবিল্লাহ)। অথচ এগুলো কিছু দাবিমাত্র। এ প্রসঙ্গে তাদের কাছে কোনো দলীল নেই। কিছু বে-দ্বীন মুলহিদ এ সকল কথা বলেছে আর তার নফস ও শয়তান এগুলোকে তার কাছে সুশোভিত করে দিয়েছে। নতুবা ভোগবাদ ও

স্বার্থবাদের মোহ এবং বে-দ্বীন মুলহিদ শ্রেণির অন্ধ-অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের বিধানাবলীর সুফল ও সৌন্দর্য সম্পর্কে চিন্তা করলে এবং সঠিক উপায়ে সঠিক সূত্র থেকে জ্ঞান অর্জন করলে ইনশা আল্লাহ কোনো সংশয় থাকবে না।

তিন. দ্বীনের ধারক-বাহকের সম্পর্কে ধারণা

সাহাবা-তাবেঈন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, মুজাহিদীন-মুহাদ্দিসীন সম্পর্কে কু-ধারণা পোষণ থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এটা ঠিক যে, তাঁরা কেউ মাসূম ছিলেন না এবং ভুল-ত্রুটির উর্ধ্বে ছিলেন না। কিন্তু এর অর্থ তো এই নয় যে, যে কোনো অভিযোগে তাদেরকে অভিযুক্ত করা যাবে। কারো কারো স্বভাবই এমন হয়ে গেছে যে, নেতিবাচক চিন্তায় তার মস্তিষ্ক বেশি সক্রিয় থাকে। একটি কথার বা একটি ঘটনার যে একাধিক দিক থাকতে পারে এ সম্ভাবনাই তার মনে জাগে না, বা জাগলেও পাত্তা পায় না। এ স্বভাব মানুষকে নিষিদ্ধ ধারণার শিকার করে বেশি। উম্মাহর পূর্বসূরিদের সম্বন্ধে এ ধরণের নেতিবাচক প্রবণতা খুবই ভয়াবহ। কারো মনে কোনো সাহাবী-তাবেয়ী সম্পর্কে, কোনো ফকীহ-মুহাদ্দিস সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণার সৃষ্টি হলে জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে আলোচনা করে তা নিরসন করা অতি প্রয়োজন।

এখানে উদাহরণস্বরূপ সাহাবা-যুগের একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। ঘটনাটি সহীহ বুখারীতে আছে।

“হজ্বের মওসুমে মিশরের এক লোক আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা.-এর কাছে এসে বলল, আপনাকে কিছু বিষয় জিজ্ঞাসা করতে চাই। আপনি তার জবাব দিবেন। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বললেন ঠিক আছে বল? তখন লোকটি প্রশ্নগুলো বলল,

এক. আপনি কি জানেন, ‘উসমান রা. উহুদ যুদ্ধের দিন পলায়ন করেছিলেন?’ ইবনে ওমর রা. বললেন, ‘হ্যাঁ’।

দুই. মিশরী বলল, ‘আপনার কি জানা আছে, তিনি বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন?’ ইবনে ওমর রা. বললেন, ‘হ্যাঁ’।

তিন. মিশরী বলল, ‘তিনি যে বাইআতে রিদওয়ানেও অনুপস্থিত ছিলেন তা-ও কি জানেন?’ ইবনে ওমর রা. বললেন, ‘হ্যাঁ’।

মিশরী বলে উঠল, ‘আল্লাহু আকবার!’ (অর্থাৎ এত দোষ যার সে কেমন লোক!) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বললেন, শোনো, বিষয়গুলো তোমাকে বুঝিয়ে বলছি। (তোমার প্রথম অভিযোগ) উহুদ যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ হওয়া। এ বিষয়ে আমার সাক্ষ্য এই যে, আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। কারণ, উহুদ যুদ্ধের ঘটনায় কুরআন মাজিদে সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

অর্থ: “আর আল্লাহ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করছিলে। এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছ ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছ। আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করেছ, তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো বা কাম্য ছিল আখিরাত। অতঃপর তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের উপর থেকে যাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। বস্তুতঃ তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহর মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল”। [সুরা আল-ইমরান ৩:১৫২]

অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. মিশরী লোকটিকে বললেন, এরপর তোমার দ্বিতীয় অভিযোগ, বদরের যুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতি। এর কারণ হচ্ছে, আল্লাহর রাসূলের কন্যা ছিলেন তাঁর স্ত্রী। আর তিনি অসুস্থ ছিলেন। এ কারণে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে (স্ত্রীর কাছে থাকার আদেশ করেছিলেন এবং) বলেছিলেন, তুমি বদরে উপস্থিত একজনের মতো সওয়াব ও গনিমত পাবে।’ এরপর তোমার তৃতীয় অভিযোগ, বাইআতে রিদওয়ানে তাঁর উপস্থিত না থাকা। এর কারণ হচ্ছে, (স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মক্কায় কাফিরদের কাছে পাঠিয়েছিলেন) মক্কাবাসীর কাছে তাঁর চেয়ে অন্য কেউ অধিক সম্মান ও মর্যাদার পাত্র হলে উসমান রা.-এর জায়গায় তাকেই পাঠানো হত। উসমান রা. মক্কায় যাওয়ার পর বাইআতে রিদওয়ান সংঘটিত হয়েছিল তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান হাতের

দিকে ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, এ হচ্ছে উসমানের হাত। এরপর তা আপন বাম হাতের উপর রেখে বলেছিলেন, এ হচ্ছে উসমানের বাইআত! (সুবহানাল্লাহ) মিশরীর তিন অভিযোগের জবাব দেওয়ার পর ইবনে ওমর রা. বললেন, 'এ জবাবগুলো নিয়ে নিজ দেশে ফিরে যাও"। [সহীহ্ বুখারী, হাদিস ৩৬৯৮]

চিন্তাশীল ব্যক্তিবর্গের জন্য এ ঘটনায় অনেক শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সর্বক্ষেত্রে সফলতা অর্জন করার তাওফিক দান করুক। আমাদের মুজাহিদ ভাইদেরকে সব জায়গায় কাফেরদের ওপর বিজয়ী হওয়ার তাওফিক দান করুন। সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে আ'মালের উন্নতি করার তাওফিক দান করুন। জিহাদ ও শাহাদাতের পথে ইখলাসের সাথে অগ্রসর হওয়ার তাওফিক দান করুন। পরকালে আমাদেরকে জান্নাতের উঁচু মাকাম দান করুন। আমীন।

প্রিয় ভাইয়েরা, আমাদের আজকের মজলিস এখানেই শেষ করছি। ওয়ামা আলাইনা ইল্লাল বালাগ।

আমরা সকলে মজলিস থেকে উঠার দোয়া পড়ে নিই।

سبحانك اللهم وبحمدك،أشهدأن لاإله إلا أنت،أستغفرك وأتوب إليك

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

وآخردعوانا ان الحمد لله ربالعالمين

****